নিমাই সন্ন্যাসী, অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

ইতালির ঐক্য আন্দোলন

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে প্রায় 350 বছর ধরে ইতালির পরস্পর বিবদমান অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্য গুলির বেশিরভাগই ছিল বিদেশি রাষ্ট্রের অধীন.1796 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ান ইতালি অধিকার করে সমগ্র ইতালিকে এক শাসনাধীনে আনেন। এর দ্বারা প্রথম ইতালি বাসীর মনে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা সঞ্চার ঘটেছিলে বলে মনে করা হয়।ইতালির ঐতিহাসিকরা নবজাগরণ আন্দোলনকে স্বতন্ত্র ও স্থানীয় বলে গন্য করলেও প্রকৃতপক্ষে একে বৃহত্তর ইউরোপীয় পটভূমিকায় স্থাপন করা উচিত।ফরাসি বিপ্লব ইতালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা ইতালির স্বাতন্ত্র্য সত্তার জন্ম দেয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে(1815 খ্রিস্টাব্দে) গৃহীত ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে ইতালির সদ্য জাগ্রত জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। এখানে পুনরায় বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়কালে ইতালি বলতে কোনও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকে বোঝাত না। ইতালি পরিণত একটি ভৌগোলিক সজ্ঞায় পরিণত হয়, এই পরিস্থিতিতে ইতালিয় দেশ প্রেমিকদের মনে গভীর হতাশা জন্মায়।

এই সময় কালে ইতালির ঐক্যের পথে নানা বাধা ছিল। যেমন - ক) পিডমন্ড সার্ডিনিয়া ছাড়া প্রায় সমগ্র ইতালি ছিল অস্ট্রিয়া ও অন্যান্য বিদেশি শক্তির আধিপত্যে। রাজ্যগুলির ইতালির ঐক্য সাধনের প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না ;খ) বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা ইতালির জাতীয় ঐক্যের অনুকূলে ছিলনা এবং গ) ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলে উগ্র প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতা বিরাজমান ছিল। তাই জাতীয় স্বার্থের কারণে কোনও অঞ্চল নিজের স্বার্থ ত্যাগে সম্মত ছিল না ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ইতালিতে কিছু গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় , যাদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র পথে বিপ্লবের দ্বারা ইতালির মুক্তি। এই গুপ্ত সমিতি গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল কার্বোনারী সমিতি। এদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস, গুপ্ত হত্যা ও বিপ্লবের পথে বিদেশি শক্তির গ্রাস থেকে ইতালিকে মুক্ত করা। 1830 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে কার্বোনারী ও অন্য সকল গুপ্ত সমিতির উদ্যোগে ইতালির নানা অঞ্চলে প্রবল গণঅভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। অস্ট্রিয়া সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বিপ্লব দমন করে। এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ইতালিবাসীর মধ্যেও জাতীয়তাবাদের জাগরণ হয়।ইতালির ঐক্য সাধনের পথে প্রধান বাধা অস্ট্রিয়া -সে কথা প্রমাণিত হয়। কার্বোনারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জোসেফ ম্যাৎসিনি , কাউন্ট ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডি। এই তিনজন ব্যক্তির প্রচেষ্টাতেই নব ইতালির জন্ম হয়েছিল। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায় কিন্তু ইয়ং ইতালি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি।

ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বা মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন জোসেফ ম্যাৎসিনি। তিনিই তাঁর কর্মপন্থা ও আদর্শ দ্বারা আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকবাদে সমাছন্ন ইতালি বাসিকে এক জাতি এক প্রাণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। নানা পার্থক্য থাকা সত্বেও ম্যাৎসিনি ইতালির বাসীদের উপলব্ধি করান যে, তারা এক জাতি , এক সংস্কৃতি ও এক দেশের অধিবাসী। তিনি ইয়ং ইতালির মাধ্যমে ইতালির স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে , ম্যাৎসিনি আধুনিক ইতালিয় সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ম্যাৎসিনির অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করার দায়িত্ব নেন কাউন্ট ক্যাভুর । তিনি ছিলেন উদারপন্থী, তার কর্মে রক্ষণশীলতা ও উদারতার এক সুন্দর মিলন দেখা যায়।

কাউন্ট ক্যাভুর এর মূল কর্মসূচি গুলি হল - ক) পিডমন্ড সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইতালির ঐক্য আন্দোলন তৈরি করা ; এবং খ)বিদেশি সাহায্যের দ্বারা ইতালি থেকে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য উচ্ছেদ করা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটলে ইতালির কোনো স্বার্থ না থাকলেও ক্যাভুর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দলে যোগ দেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো ইতালির সমস্যাকে ইউরোপের রাজনীতিবিদদের বা রাষ্ট্রনীতিবিদদের সামনে আনা। যুদ্ধ শেষ হলে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে তাকে আহ্বান করা হয়। অবশেষে বিশ্ব দরবারে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের সমর্থন ও সহানুভূতি অর্জনে তিনি সক্ষম হন।

1858 খ্রিস্টাব্দে প্লমবিয়ার্স নামক স্থানে ক্যাভুর ও তৃতীয় নেপোলিয়নের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে - ক) অস্ট্রিয়া যদি পিডমন্ড সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে , তবে ফ্রান্স ক্যাভুর কে সাহায্য করবে; খ) পিডমন্ড সার্ডিনিয়া - মিলান, লোম্বাডি ও ভেনিস লাভ করবে ; গ) ফ্রান্স পাবে নিস ও স্যাভয়। সামরিক সাহায্য দানের জন্য আল্পস থেকে আড্রিয়াটিক পর্যন্ত ইতালি স্বাধীন হবে এবং এজন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

ক্যাভুর কূটনীতি প্রয়োগ করে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে অস্ট্রিয়া পিডমন্ড সার্ডিনিয়া আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। অস্ট্রিয়া পিডমন্ড ও সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ (1859) ঘোষণা করলে, ফ্রান্স চুক্তি অনুসারে কাউন্ট ক্যাভুর এর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। অস্ট্রিয়া পর পর দুটি যুদ্ধে ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার যুগ্ম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। ফলস্বরূপ, অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে লোম্বাডি ও মিলান উদ্ধার করে এই অঞ্চল দুটি ইতালির অন্তর্ভুক্ত করেন।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যের ফলে ফরাসি জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তৃতীয় নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন ইতালির শক্তি বৃদ্ধি ফ্রান্সের বিপদ স্বরূপ। তাই তৃতীয় নেপোলিয়ন কাউন্ট ক্যাভুরের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ভিল্লাফ্রাঙকার সন্ধি নামে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করে দেশে ফিরে যান। এই পর্যায়ে মিলান ও লোম্বাডি ইতালিভুক্ত হওয়ায়, ইতালির ঐকের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয় । কিন্তু ভেনিস অস্ট্রিয়ার অধিকারেই থাকে। সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েলও অস্ট্রিয়া অধিকারে থাকে। সম্রাট ভিক্টর অস্ট্রিয়া ইমানুয়েল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জুরিখের সন্ধি স্বাক্ষর করলে কাভুর পদত্যাগ করেন ।

নিমাই সন্ন্যাসী, অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

1860 খ্রিস্টাব্দে কাউন্ট ক্যাভুর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। মধ্য ইতালির ঐক্য সাধন করাই ছিল তার প্রথম কাজ । কিন্তু এক্ষেত্রে ফ্রান্স আপত্তি জানায়। কাউন্ট ক্যাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে মীমাংসা করেন। স্যাভয় ও নিস ফ্রান্সকে দেওয়া হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন স্যাভয় ও নিস এর বিনিময় মধ্য ইতালির রাজ্যগুলির সংযুক্তিতে আপত্তি তুলে নেন , আর এর ফলে গণভোটের দ্বারা টাস্কানি, পার্মা, মডেনা সহ মধ্য ও দক্ষিণ ইতালির বেশিরভাগ অঞ্চল পিডমন্ড সার্ডিনিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়ে নব ইতালির জন্ম দেয়। উত্তরে ভিনিসিয়া মধ্য ভাগে পোপের রাজ্য এবং দক্ষিনে নেপলস ও সিসিলি এই নব ইতালির বাইরে থাকে। এইভাবে শেষ হয় ইতালির ঐক্যের দ্বিতীয় অধ্যায়। ইতালির ঐক্য সাধনে গ্যারিবল্ডির অবদান অসামান্য। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ইতালির মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঐতিহাসিক কেটেলবির মতে , ইতালির ঐক্য আন্দোলনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতালির ঐক্য সাধনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন আপোষ মীমাংসায় বিশ্বাস ছিলনা গ্যারিবল্ডির।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি কিছুদিন পিডমন্ডের রাজা চার্লস অ্যালবার্টের হয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করেন ।যুদ্ধে অস্ট্রিয়া জয় লাভ করলে তিনি রোমে আসেন।সেখানে প্রজাতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে গ্যারিবল্ডি রোমকে ফরাসি সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করেন । তিনি ইতালির জনগণের সমর্থন লাভ করেন । কাউন্ট ক্যাভুর এর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গ্যারিবল্ডি তার অংশীদার হন। গোপন চুক্তি মতো মধ্য ইতালিকে পিডমন্ডের সঙ্গে সংযুক্তির বিনিময় স্যাভয় ও নিস অঞ্চল দুটি ফ্রান্স কে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন গ্যারিবল্ডি। উত্তর ও মধ্য ইতালি ঐক্যবদ্ধ হলে দক্ষিণ ইতালিতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা গ্যারিবল্ডি কে আমন্ত্রণ করে। তিনি সেখানে 1000 কোর্তা সেনা নিয়ে গিয়ে বুরর্বো সেনাদের পরাজিত করেন। তিনি পালেরমো অঞ্চল নিজ অধীনে এনে এই অঞ্চলের ডিরেক্টর বলে নিজেকে ঘোষণা করেন।এরপর মিজোর যুদ্ধে বুরবো সেনাদের পরাজিত করে সমগ্র সিসিলিতে নিযুক্ত করে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন ।

গ্যারিবল্ডির সাফল্যে কাউন্ট ক্যাভুর চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি আশঙ্কা করেন নেপলস জয় করে গ্যারিবল্ডি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন, যা ইতালির ঐকের বিপদস্বরুপ ।গ্যারিবল্ডি কে থামানোর উদ্দেশ্যে কাভুর নেপলসের নৌবাহিনীকে প্ররোচিত করেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে তাঁর সেনাদল নিয়ে নেপলসে এসে উপস্থিত হন। সেখানে বুরবো বাহিনীকে পরাজিত করে নেপলস জয় করেন এবং এরপর রোম দখলের প্রস্তুতি নেন। রোম গ্যারিবল্ডির দ্বারা আক্রান্ত হলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। এই পরিস্থিতিতে কাউন্ট ক্যাভুর এর পরামর্শে ভিক্টর ইমানুয়েল রোম বাদে পোপের রাজ্য দখল করেন এবং নেপলস ও সিসিলির আনুগত্য দাবি করেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও বীরযোদ্ধা গ্যারিবল্ডি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য ওই দুটি রাজ্য ভিক্টর ইমানুয়েল এর হাতে তুলে দেন এবং নিজে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করেন । এরপর গণভোট দ্বারা এই রাজ্য দুটি পিডমন্ড সার্ডিনিয়ার সাথে যুক্ত হলে 1861 খ্রিস্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েল ইতালির রাজা বলে ঘোষিত হন ।